উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

Advancing ideas and building constituencies for social transformation

পাঠশালা

উন্নয়ন অন্বেষণ

প্রথম সংখ্যা

মে ২০০৮

নব্য উদারনৈতিক শিক্ষা সবার জন্য শিক্ষার যে কর্মসূচীর আলোকে সবার জন্য একমুখী প্রাথমিক শিক্ষার রাষ্ট্রীয় খাতকে সংকুচিত ও অকার্যকর করেছে তার প্রধান বক্তব্য ছিল শিক্ষা সকলের অধিকার এবং তাই একে সকলের কাছে পৌছানোর জন্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বেশরকারি প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তি দরকার। কিন্তু কার্যত এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় বহুধারার জন্ম হয়েছে যা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেকে বৈষম্যমূলক করে তুলেছে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা একদিকে একটি কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে অন্যদিকে পন্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি শিক্ষাকে দারিদ্র দূরিকরণের বদলে দারিদ্র পুনউৎপাদনের হাতিয়ারে পরিণত করেছে যা পি আর এস পি এবং এম ডি জি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রধান অন্তরায়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় সংকট।

বাসা- ১৯ এ, রোড-১৬ (নতুন), ৩৩ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯. ফোন- (+৮৮০-২) ৮১৫ ৮২৭৪,
ফ্যাক্স- (+৮৮০-২) ৮১৫ ৯১৩৫, ই-মেইল- sarwar.basher@unnayan.org, ওয়েব- www.unnayan.org

নব্য-উদারনৈতিক শিক্ষা সংস্কার এবং বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

সরোয়ার বাশার

বিশ্বায়ন ও শিক্ষার কর্তা হিসেবে বিশ্বব্যাংক এর আবির্ভাব

মধ্য আশির দশকে বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে নতুন ধারণা ও পদ্ধতির বিস্তৃতি ঘটে। এ সময়টাতে বিশ্বায়নের মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে বিশ্বপ্রশাসন কাঠামোতে বহুপাক্ষিক অন্তসম্পর্ক এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সমাবেশ ঘটানো। এই সময় বিশ্ব ব্যাংক ও ইউনেস্কোর মত প্রথাগত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো গুলো সংযুক্ত হয় বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বহুজাতিক সংস্থা হিসেবে। যদিও অনেক আগে থেকেই বহু পাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ ছিল তথাপি ক্ষমতা সম্পর্কের নতুন বিন্যাসের ফলে কার্যত এই সময় থেকে এই আগ্রহের ধরন বদলে যায় এবং বিশ্বব্যাংকের অন্তর্ভুক্তির ফলে শিক্ষা বিনিয়োগ এবং কর্মকাঠামো নির্ধারনে বিশ্বব্যাংক কেন্দ্রিয় ভূমিকায় চলে আসে। এই কাঠামোগত পূনর্বিন্যাসের অন্যতম এজেন্ডা ছিল নব্য উদারনৈতিক কাঠামোকে প্রয়োগের মধ্যে নিয়ে আসা। অন্যান্য দেশগুলোর মত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে এই নতুন কাটামোগত বাস্তবতাতে অভিযোজন করতে হয়।

সামাজিক ঢাল ও নব্যউদারনৈতিক শিক্ষা

বিগত দশকের অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতায় নব্বই দশকের শেষ দিকে বিশ্বব্যাংক সামাজিক খাত সমূহকে সংস্কার প্রকল্পের ঢাল হিসেবে ব্যবহারের চিন্তা করে। এই কারনে শিক্ষায় অনুদান বৃদ্ধির বিশেষ আয়োজন করা হয়। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে শিক্ষা অনুদান দ্বিগুন হয়ে যায় যার মধ্যে ৩৬.১ ভাগ প্রাপ্ত হয় প্রাথমিক শিক্ষা। মতাদর্শিক প্রচরনা চলতে থাকে শিক্ষার মাদ্যমেই দারিদ্র বিমোচন সম্ভব এবং শিক্ষাই দারিদ্রের কারণ। এভাবে একদিকে অর্থনীতিকে দুর্বল করন অব্যাহত থাকে এবং অন্যদিকে এর থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার এবং বিশ্বব্যাংকের ন্যয্যতা নিশ্চিত করার জন্য বিনিয়োগ চলতে থাকে প্রাথমিক শিক্ষায়।

শিক্ষাকে সামাজিক ঢাল হিসেবে তৈরী করার এই প্রকল্প বিশ্বব্যাপি বাস্তবায়ন করার জন্য বিশ্বব্যাংক ইউনেস্কোর সহযোগে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর আয়োজন করে।

বিশ্বব্যাংক এই কনফারেন্সকে ব্যবহার করে স্বল্প আয়ের দেশ গুলোর জন্য শিক্ষার সংকটকে জরুরী সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে এবং এর ধারাবাহিকতায় নব্যউদারনৈতিক কাঠামোর এজেন্ডা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য। এই নব্যউদারনৈতিক শিক্ষার অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট হল-

- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এক জটিল মিশ্র প্রশাসন কর্তৃক শিক্ষার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন
- শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হ্রাসকরন
- বিরাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হিসেবে শিক্ষার আবির্ভাব
- শিক্ষার বেসরকারিকরন

অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যাপক সংস্কার চালনো হয় এই নয়া কর্মসূচীর আলোকে।

শিক্ষার গোলকায়ন এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার উদারিকরণ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার গোলকায়নের সুত্রপাত ৮০ এর দশকে শুরু হলেও এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা ১৯৯০ সালের জমতিয়েন বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন মধ্য দিয় যার প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল মৌলিক শিক্ষা । এই সম্মেলনে সবার জন্য শিক্ষার ঘোষণা দেয়া হলেও কর্মকাঠামো রচিত হয় মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পুরনে। এই ঘোষণার ১ নং বক্তব্যে গুরুত্ব দেয়া হয় সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পুরণের উপর এবং ৭ নং বক্তব্যে অংশীদারিত্ব ও শক্তিশালীকরণ অংশে সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা অর্জনে বহু ধরনের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে অবারিত করা হয়। এই মৌলিক শিক্ষা এমন একটি ধারণা যা বিভিন্ন দেশের বাস্তবতা এবং ঐ দেশের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা ও কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। যেমন, ঐতিকাসিকভাবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার একটি গণচরিত্র বিদ্যমান ছিল যা স্বাধীনতার পর সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯০ সালে যেখানে অর্ধেকের বেশি শিশু প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে অবস্থান করছিল সেখানে সবার জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে দরকার ছিল জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে শক্তিশালি করা। কেননা সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার দায়দায়িত্ব নেবার জন্য দায়বদ্ধ ছিল। কিন্তু জমতিয়েন বিশ্ব (মৌলিক) শিক্ষার কর্মকাঠামোর ফলে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার বদলে মৌলিক শিক্ষা লক্ষ্য অর্জনের কেন্দ্রে পরিণত হল। এই কর্মকাঠামো ধারা নং ৭ মোতাবেক মৌলিক অধিকার প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রের হাত থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্রে অবারিত হয় যাকে আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার উদারিকরণ বলতে পারি। এই লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা হয়। উল্লেখ্য যে একদিকে সবার জন্য একমূখী প্রাথমিক শিক্ষার ঘোষণা থাকলেও অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকেই উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সহায়তা করার জন্য প্রথমে ১৯৯১ সালে সমন্বিত উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়

যা পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে এই সময়টাতে একদিকে দাতা সংস্থাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অন্যদিকে সরকারি সহায়তায় উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের দ্রুত বিস্তৃতি ঘটে। প্রচুর সংখ্যক এনজিও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে চালু করে যার ফলাফল স্বরূপ ৪০০ এর অধিক এনজিও এর সমন্বিত প্রতিষ্ঠান গনস্বাক্ষরতা অভিযান তৈরী হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের সমান্তাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও এর প্রতিষ্ঠা ঘটতে থাকে। শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও সমন্বয় ও সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

কর্মসূচী	এনজি ও সংখ্যা	শুরুর বছর	কর্মসূচী শুরুর বছরের ভিত্তিতে এনজিও
প্রাকশৈশব যতœ ও উনœয়ন	৪২	১৯৭৬	১৬ টি ১৯৯৮ সালের আগে, ৩৮টি পরে
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা	১২০	১৯৭৬	৬৩ টি ১৯৯৮ সালের আগে, ৯৯ টি পরে
প্রাথমিক শিক্ষা	৫৫৯	১৯৭২	৩৯ টি ১৯৯২ সালের আগে, ৫২৫ টি পরে
কিশোর কিশোরিদের জন্য শিক্ষা	২০১	১৯৭৯	২২ টি ১৯৯৩ সালের আগে, ২২৮ টি পরে
বয়স্ক শিক্ষা	২৫২	১৯৬১	২৭ টি ১৯৯০ সালে আগে, ৩৫৪ টি পরে
স্বাক্ষরতা পরবর্তি অব্যাহত শিক্ষা	২২৩	১৯৬০	৩৪ টি ১৯৯৯ সালের আগে, ২১১ টি পরে

সূত্র: ডিরেক্টরি অব এনজিও উইত এডুকেশন প্রগ্রাম বাংলাদেশ-গণসাক্ষরতা অভিযান ২০০৪

একাধিক ধারা সম্বলিত বৈষম্যমূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহনের সুযোগ তৈরী হবার ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ শুরু করে যা কিন্টারগার্ডেন ও বেসরকারি বিদ্যালয় নামে ২টি নতুন ধারা তৈরি করে। পরবর্তিতে সরকার কিছু বেসরকারি বিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া শুরু করলে এটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অনিবন্ধনকৃত বেসরকারি বিদ্যালয় নামে আরও

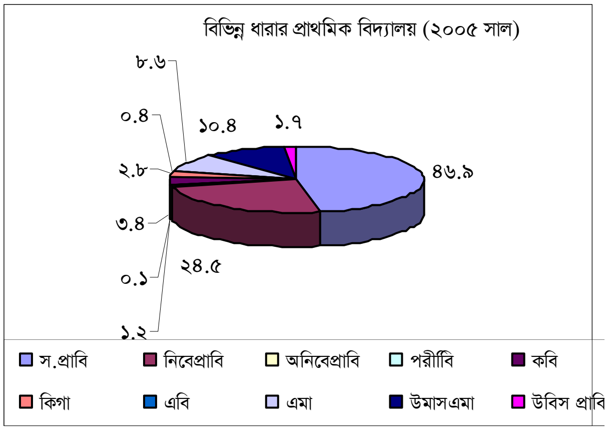

সূত্র-বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬)

একটি ধারা তৈরি হয়। বেসরকারি শিক্ষাখাতে বানিজ্যিক শিক্ষা বিকশিত হতে থাকে যা কেবলমাত্র উচ্চবিত্তদের সন্তানদের পক্ষেই উচ্চ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা সম্ভব হয়। ইংরেজি মাধ্যম বিশেষ এক ধরনের শিক্ষা বিস্তৃত হতে থাকে যার দর্শন ও পাঠ্যক্রম পাশ্চাত্য মূল্যবোধ থেকে চালিত।

অন্যদিকে বেসরকারি উদ্যোগের আওতায় এনজিওদের কার্যমের মাধ্যমে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা নামে আরেকটি নতুন ধারা চালু হয়। কোন একীভুত শিক্ষাকাঠামো না থাকার ফলে এই ধারাবাহিকতায় কমিউনিটি বিদ্যালয়, পরীক্ষিত বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা- নামে আরও তিনটি নতুন ধারা জন্ম নেয়।

অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার ভিন্ন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থাকায় এটি আলাদা ধারা হিসেবে বিকশিত হতে থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে এবতেদায়ি এবং দাখিল মাদ্রাসার প্রাথমিক

বিভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে বৈষম্যের কয়েকটি ধরন

প্রতিষ্ঠান	শিক্ষার্থী প্রতি খরচ (মাসিক)	শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা	শিক্ষকদের প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা	শিক্ষার্থী টয়লেট অনুপাত
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০	হ্যাঁ	স্নাতক ২৫%, উচ্চ মাধ্যমিক ৭৫%	১:৮৭
নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬	হ্যাঁ	স্নতকোত্তর ২০%, সœাতক ৩০%, উচ্চ মাধ্যমিক ৫০%	১:২৫০
অনিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০	না	স্নতকোত্তর ২৫%, স্নাতক ২৫%, উচ্চ মাধ্যমিক ৫০%	১:১০০
এবতিদায়ি মাদ্রাসা	১০	না	ফাজিল ২৫%, আলিম ২৫%, উচ্চ মাধ্যমিক ২৫%	১:১০০
কিন্ডারগার্টেন	৫৩১	হ্যাঁ	স্নতকোত্তর ২০%, স্নাতক ৮০%	নেই
এনজিও পরিচালিত স্কুল	৮০	হ্যাঁ	উচ্চ মাধ্যমিক ১০০%	১:৪০

সূত্র-বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বৈচিত্র,বৈষম্যও সমন্বিত ব্যবস্থার সন্ধানে

শাখা নামে দুইটি ধারা বিকশিত হয়। এভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয়ের বাইরে আরও ৯টি ধারা তৈরি এবং এই প্রেক্ষিতে সরকারি বিদ্যালয় পরিণত/সংকুচিত হয় অনেকগুলো ধারার একটি ধারায়। এই বিভিন্ন ধারার শিক্ষার

মধ্যে শিক্ষার মান, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, মর্যাদা, শিক্ষা ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ে প্রভুত বৈষম্য তৈরী হয়। অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাজনকে কেন্দ্র করে বিভাজিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা।
উচ্চবিত্তের সন্তানদের জন্য কিন্ডারগার্ডেন ও বেসরকারি বিদ্যালয়, মধ্যবিত্তদের জন্য সরকারি স্কুল, নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য মাদ্রাসা এবং গরিবদের জন্য এনজিও স্কুল- বিদ্যমান বৈষম্যমূলক কাঠামোকেই পূনউৎপাদন করতে সাহায্য করে।

সমান্তরাল (ব্রাক) প্রাথমিক শিক্ষা

এনজিও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বিকাশের ধারাবাহিকতায় উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে যা সংবিধানিক ও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শিশু সনদের লঙ্ঘন। ১৯৯২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত মোট ৫২৫টি এনজিও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত হয়। এই দ্রুত বিস্তৃতির পক্ষ্যে যুক্তি দেখানো হয় যে এটি সরকারি শিক্ষা থেকে বাদ পড়া এবং ঝড়ে শিক্ষার্থীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষায় অব্যাহত রাখার জন্য এক মহৎ উদ্যোগ। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না যে কেন বাদ পড়া এবং ঝড়ে শিক্ষার্থীদেরকে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি বা পুনভর্তি না করে এনজিও বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। শিক্ষা বিরাষ্ট্রীয় করনের নব্যউদারনৈতিক প্রকল্প এভাবেই সরকারি খাতকে সবল করার বদলে বেসরকারি উদ্যোগকে বিকশিত করে। এর চুরান্ত ফলাফল হল প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রাকের একক প্রতিষ্ঠা। ১৯৮৫ সালে ২২টি স্কুল নিয়ে ব্রাক তিন বছর মেয়াদি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করলেও ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে এটি ৪ বছর মেয়াদি কার্যক্রমে উন্নিত হয় যার বদৌলতে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে নামকরন হয় ব্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০০৫ সালের শেষের দিকে ব্রাক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৮৭৭টি এবং যা মোট ১৪ লক্ষ শিশুকে নিজস্ব শিক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত করে।

ডাকার ঘোষণা, সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ ও সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অধিকতর নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য ২০০০ সালে ঘোষিত হয় সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা। এই লক্ষ্যমাত্রায় ঘোষিত ৮টি লক্ষ্য ও ১৮টি টার্গেটের মধ্যে ২ ও ৩ নং লক্ষ্য এবং ৩ ও ৪ নং টার্গেট শিক্ষা সংক্রান্ত। এই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার জন্য ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানি ডাকারে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন। ডাকার ঘোষণায় ৪ ধরনের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়-
১.প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ২.প্রাথমিক শিক্ষা ৩.মৌলিক শিক্ষা ৪. বয়স্ক স্বাক্ষরতা/শিক্ষা।
মোট ৪ ধরনের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রধান্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা সমস্যার মুখোমুখি হয়। অন্যদিকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও পিআরএসপি এর সাথে এই শিক্ষানীতিকে সম্পর্কিত করার ফলে শিক্ষা দারিদ্র বিমোচনের ডিসকোর্সের সাথে সরাসরি অর্ন্তভুক্ত হয়। যে কারনে এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হয় মানব সম্পদ তৈরী করা। এই দারিদ্র বিমোচন ও শিক্ষা এজেন্ডায় শিশুরা পরিণত হয় ক্ষুদ্র মানবসম্পদে। শিক্ষা হয়ে ওঠে উপার্জনমুখি ও দক্ষতা বৃদ্ধির হাতিয়ার। একারনে ঘোষিত ৪টি লক্ষ্যের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা এবং বয়স্ব স্বাক্ষরতা অধিক গুরুত্ব অর্জন করে বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে। এই সময় থেকে মৌলিক ও বয়স্ক শিক্ষা কর্যক্রমে কারিগরি শিক্ষার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং মৌলিক শিক্ষা সমাপ্তের পর কারিগরি শিক্ষা ও এই কেন্দ্রিক উপার্জনের সাথে শিশুদেরকে সংযুক্ত করার প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। একদিকে শিশুদেরকে মৌলিক শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে অল্প দক্ষ শিশু শ্রমিক তৈরীর প্রক্রিয়া পাকাপোক্ত হয়, অন্যদিকে বয়স্কদের শ্রম শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এভাবে গরীব জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার ঔপনিবেশিক ধারণার প্রাতিষ্ঠানিকীকরন ঘটে এবং এদেরকে মূল অর্থনৈতিক স্রোতের বাইরে রাখার ব্যবস্থা আরও শক্তিশালি হয়ে ওঠে। এভাবেই পুজিবাদি শিক্ষা দর্শনের সাথে একাত্ব হয় নব্য উদারনৈতিক এই শিক্ষা ব্যবস্থা।

পাশাপাশি ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়দায়িত্ব সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বর্তায়। এই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবনায় সেক্টর ওয়াইট এপ্রোচ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রনয়ন করা হয় যা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প নামে ২০০২ সালে যাত্রা শুরু করে। ২০০৩ সালে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উনœয়ন প্রকল্প নামে একে বিস্তৃত কার হয় যা ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্পের মোট বাজেট ৪৯৩৩ কোটি টাকা যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অংশ ৬৩.৯ ভাগ এবং বাকি ৩৬.১ ভাগ ১০টি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান প্রদান করছে।
দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ৪৪ টি লক্ষ্যের মধ্যে মানসম্পন্ন বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ২৪ টি ও মান সম্পন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০ টি লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিল যা ২০০৯ সালের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু কার্যত কোন লক্ষ্যই অর্জনের পথে এগুতে পারেনি। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্র তা আবকাঠামোগত উন্নয়ন বা শিক্ষার মান কোন দিক খেকেই সন্তোসজনক নয়। সবার জন্য মান সম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার এই প্রকল্পের অন্যতম ব্যর্থতার দিক গুলো নিচে তুলে ধরা হল-

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে অন্তর্ভূক্ত করন

প্রতিবন্ধী শিশু, ধর্মীয় সংখ্যালঘু জাতিগত সংখ্যালঘু, সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত অধবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংযুক্ত করার জন্য দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে পৃথকভাবে কয়েকটি উদ্যোগের কথা বলা হলেও তা কার্যত বাস্তবায়ন হয়নি। যে কারনে প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকাংশ এখনও শিক্ষার বাইরে।

মাত্র ৮ ভাগ প্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যাদের অধিকাংশ বিভিন্ন পর্যায়ে ঝরে পড়ে। ২০.২ ভাগ শিশু কখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি যার মধ্যে ৮৮ ভাগই গ্রামের শিশু। বেশিরভাগ ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীগত অঞ্চলে কোন বিদ্যালয় নেই। লংলা ও পাথারিয়া পাহাড়ে খাসিয়া শিশুদের জন্য কোন বিদ্যালয় নেই।

প্রতিবন্ধিত্বের ধরন	সরকারী স্কুল		রেজি: বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়			
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
শারিরীক প্রতিবন্ধিত্ব	৪৬০১	৩১৯০	৭৭৯১	১৭৭৪	১৩৩৫	৩১০৯
দৃষ্টি প্রতিবন্ধি	২৩৬৪	১৭৬৫	৪১২৯	৭৯৫	৬৭৮	১৪৭৩
শ্রবন প্রতিবন্ধি	১৩৫৫	১১৯৮	২৫৫৩	৫৯৯	৫০০	১০৯৯
বাক প্রতিবন্ধি	৪৮৫১	৩১২৮	৭৯৭৯	১৮৮৮	১৩২৩	৩২১১
বুদ্ধি প্রতিবন্ধি	৫৫৫৪	৪৯৬৫	১০৫১৯	১৭৭৭	১৫৯২	৩৩৬৯
অন্যান্য	১৯৬	১২৯	৩২৫	৭৯	৪৪	১২৩
সমগ্র	১৮৯২১	১৪৩৭৫	৩৩২৯৬	৬৯১২	৫৪৭২	১২৩৮৪

সূত্র-বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬)

ছাত্র-ক্লাশরুম ও ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত

ছাত্র-ক্লাশরুম অনুপাত মানসম্পন্ন শিক্ষার অন্যতম শর্ত । আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ছাত্র-ক্লাশরুমের আদর্শ অনুপাত হল ১:৩০। কিন্তু মাত্র ২০টি উপজেলা এই অনুপাতের কাছাকাছি অবস্থান করছে যেগুলোতে ছাত্র-ক্লাশরুম অনুপাত ১:৪০ এর নীচে। বাকি জেলাগুলোতে এই অনুপাত আশংকাজনকভাবে বেশী। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের যে আন্তর্জাতিক মান ১:৩০ যা আমাদের কোন বিদ্যালয়ই অর্জন করতে পারেনি। জাতীয় পর্যায়ে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত এর শতকরা হার-৫৮, বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ হার- ৮৭,বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বনিম্ন হার-৩৩। একটি মাত্র জেলায় ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:৩৩ যা আদর্শ মানের কাছাকাছি। তবে উল্লেখ্য যে এই জেলাটি হল রাঙ্গামাটি যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা অন্যান্য জেলার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম।

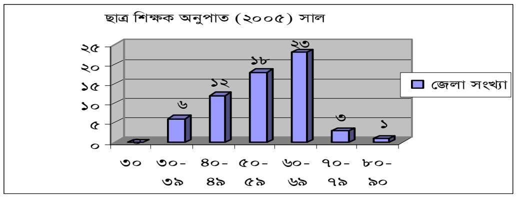

সূত্র- বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬) থেকে প্রস্তুতকৃত

শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষণ পরিবেশ

বর্তমানে তিন ধরনের বিদ্যালয় রয়েছে পাকা, সেমি পাকা এবং কাচা। এগুলোর মধ্যে ৪২ ভাগ পাকা, ৬২ ভাগ সেমি পাকা ও ৯৬ ভাগ কাচা বিদ্যালয় ব্যবহারের অনুপযোগী। মান সম্পন্ন শিক্ষার জন্য শ্রেণীকক্ষের আয়তনের অন্তত ২৬ ফুট দৈঘ্য এবং ১৯.৫ ফুট প্রস্থ সম্পন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু এই আয়তন সম্পন্ন কোন শ্রেণীকক্ষ নেই। মাত্র ৫ ভাগ সরকারি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট। এছাড়াও ১১ ভাগ সরকারি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের কোন সুযোগ নেই এবং ৯৬ ভাগ শ্রেণীকক্ষ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী নয়।

স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয়

৯ ভাগ বিদ্যালয়ের কোন টয়লেট নেই, ৬২ ভাগ বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদের জন্য পৃথক টয়লেট নেই, ২০ ভাগ বিদ্যালয়ে মাত্র একটি টয়লেট। শিক্ষার্থী টয়লেট অনুপাত ১৬১:১। এছাড়া কোন বিদ্যালয়েই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী টয়লেট নেই ।

১০ ভাগ বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানির যথাযথ ব্যবস্থা নেই। ৫৬ ভাগ নলকুপ ব্যবহারের উপযোগী নয় এবং ১৩৩ টি জেলার ৮০ ভাগ নলকুপ ব্যবহারের উপযোগী নয়।

৬০ ভাগ বিদ্যালয়ে আর্সেনিক মুক্ত পানির ব্যবস্থা নেই এবং ২৯ ভাগ বিদ্যালয়ে পানির আর্সেনিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং মান সম্পন্ন শিক্ষক

জাতীয় পর্যায়ে মাত্র ৭৬.৫ ভাগ শিক্ষকের এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ(শিক্ষা সনদ) রয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের চিত্র খুব করুন। এছাড়াও ৭৩ ভাগ শিক্ষকের বিষয় ভিত্তিক, ১৩ ভাগ শিক্ষকের সাবক্লস্টার এবং ৬৫ ভাগ শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ নেই। আবার ৫৭ ভাগ প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, ৬৬ ভাগের শিক্ষক সহায়তা ও তত্ত্বাবধায়ন এবং ৭০ ভাগের কমিউনিটি অংশগ্রহণ ও সংগঠিত করন বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ নেই।

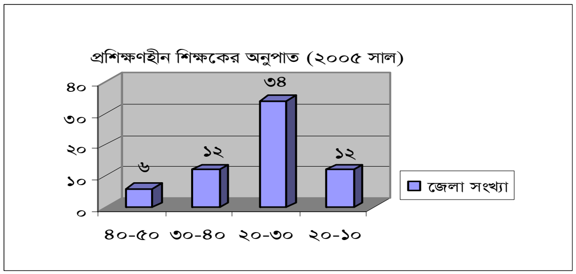

সূত্র: বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬) থেকে প্রস্তুতকৃত।

শিক্ষার্থীর মান

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে ফেল করার শতকরা হার- ছাত্র- ১০.৭, ছাত্রী- ৯.৬, বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ হার- ছাত্র- ২১.৩। যে জেলাগুলোতে ফেল করার হার খুব বেশি সেগুলো হল সুনামগঞ্জ (২১.৩), মৌলভীবাজার (১৯.৫), সিলেট (১৯.৩), হবিগঞ্জ (১৬.৭)নেত্রকেকোণা (১৬.৫), কিশোরগঞ্জ (১৬.৪), চুয়াডাঙ্গ (১৬.২), ময়মনসিংহ (১৪.৪), ঝিনাইদহ (১৪.২), জামালপুর (১৪.২)। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফেল

করার হার সিলেট বিভাগের জেলাগুলোতে সর্বাধিক। এছাড়া হাওড় এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় ফেল করার হার তুলনামূলকভাবে বেশী।

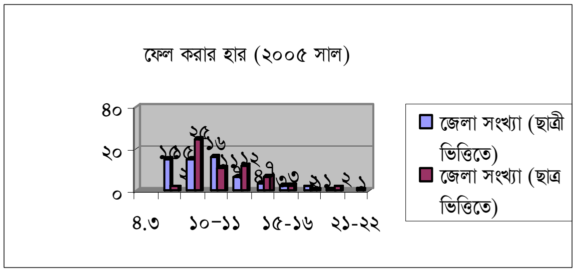

সূত্র: বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬) থেকে প্রস্তুতকৃত

সমগ্র চক্র সম্পাদন

জাতীয় পর্যায়ে মাত্র ৫১.৭% ছাত্র এবং ৫৬.১% ছাত্রী সমগ্র চক্র সম্পন্ন করে। বিভাগীয় পর্যায়ে এর সর্বোচ্চ হার- ছাত্র-৬৫.৯, ছাত্রী-৭৩.১ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বনিম্ন হার- ছাত্র-২৭.১, ছাত্রী- ২৭.১। সমগ্র চক্র সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ হার ঢাকায় যেখানেও ৩০.৫% শিক্ষার্থী সমগ্র চক্র সম্পন্ন করার আগেই ঝড়ে পড়ে।

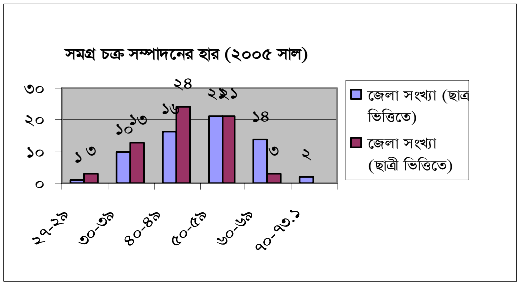

সূত্র: বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬) থেকে প্রস্তুতকৃত

শিক্ষা ব্যবস্তার দক্ষতা

প্রাথমিক পর্যায়ের একজন স্নাতক তৈরীর ক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার আভ্যন্তরীন দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। শিক্ষার্থীর অর্জিত শিক্ষার মান কেমন হবে তা অনেকাংশে এর উপর নির্ভর করে । বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতার হার মাত্র ৬০.৬, বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭৫.২ এবং সর্বনিম্ন ৩৭.১।

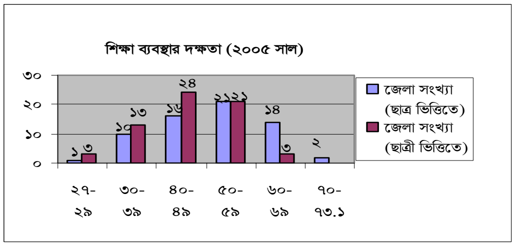

সূত্র: বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬) থেকে প্রস্তুতকৃত

স্কুলে উপস্থিতি

জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতির শতকরা হার- ছাত্র-২৩, ছাত্রী- ২২। বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ হার- ছাত্র-৩২, ছাত্রী-৩১; বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বনিম্ন হার- ছাত্র-২০, ছাত্রী-১৮।

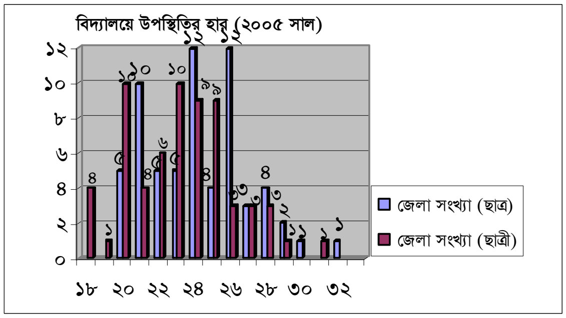

সূত্র: বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬) থেকে প্রস্তুতকৃত

শিক্ষাঘন্টা

বেশির ভাগ বিদ্যালয়কে এখনও একক শাখায় পরিণত না করার ফলে বেশিরভাগ বিদ্যালয় দুই শাখা বিশিষ্ট যা শিক্ষার মান অর্জণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এক শাখা বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষাঘন্টা বছরে ৯০০ ঘন্টা হলেও দুই শাখা বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষাঘন্টা বছরে মাত্র ৬০০ ঘন্টা।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা

১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাপ্ত শিক্ষার মান যাচাইয়ের জন্য অনুষ্ঠিত হয় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা। কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উর্ত্তীর্ণের হার ও আশাব্যঞ্জক নয়।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল (সকল স্কুল-২০০৫ সাল)

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ			উত্তীর্ণ হবার হার	
অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা	অনুপস্থিত	৫ম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী অনুপাতে অংশগ্রহনকারী	সমগ্র	বালিকা
৬০৪৩৫৯	৫৬৩৭৩	৩১.৫৭	৬৭.২৫	৬৫.০৫

সূত্র: বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬)

৫ম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উর্ত্তীর্ণের হার

পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাচক্রের সফলতা হল যে পরিমান শিক্ষার্থী ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাদেরকে যোগ্য করে মাধ্যমিক শিক্ষা চক্রে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী আসা পর্যন্ত বিপুল অংশের শিক্ষার্থী ঝড়ে পরে এবং ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত যারা অবশিষ্ট থাকে তাদের সবাই মাধ্যমিক শিক্ষা চক্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। গত কয়েক বছরে ৫ম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে

উত্তীরর্ণের হার হ্রাস পেয়েছে।

৫ম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উর্ত্তীর্ণের হার

বছর	ছাত্র	ছাত্রী	সমগ্র
২০০২	৮২.০%	৯৫.০%	৮৮.৪%
২০০৩	৮৮.৭%	৯৬.২%	৯২.৪%
২০০৪	৮০.০%	৮৬.৬%	৮৩.৩%

সূত্র:বেসলাইল সার্ভে রিপোর্ট পিইডিপি-টু (জুন ২০০৬)

ব্যর্থতার দায়ভার কার?

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচের আওতায় বাস্তবায়িত হলেও এর কর্ম পদ্ধতি স্বচ্ছ নয় এবং এটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় কাজ করছে না। এর অর্থায়ন প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং এক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। ফলে অর্থের সমন্বিত বিনিয়োগ ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় নি। সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ সরকার, শুশীল সমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুপাক্ষিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নকারি সরকারি সংস্থার নেতৃত্বে পরিচালিত হবার কথা থাকলেও দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প শুধুমাত্র সরকার ও ১০টি বহুপাক্ষিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত এবং কর্মসূচী সরকারের বদলে বহুপাক্ষিক সংগঠনের নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের অধিক উপস্থিতি থাকার কারনে নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে জাতীয় অংশগ্রহণ সংকুচিত হয়েছে। শুধুমাত্র বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ব্যয় হচ্ছে ১৬.৬ মিলিয়ন ডলার। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক মোট অর্থায়নের মাত্র ৫.৫ ভাগ ঋণ হিসেবে প্রদান করলেও কর্মসূচ বাস্তবায়নে সংস্থাটির একক কর্তত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে মোট অর্থায়নের ৬৩.৯ ভাগ সরকার প্রদান করলেও কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকার নির্ভরশীল থাকছে দাতা সংস্থা সমূহ বিশেষত এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এর উপর। বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা এবং সরকারি নেতৃত্বের বদলে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বই মূলত দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পকে প্রকল্প কাঠামোর উর্দ্ধে উঠে সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ হিসেবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা: অধিকার বনাম পন্য ও কর্মসূচি

নব্য উদারনৈতিক শিক্ষা সবার জন্য শিক্ষার যে কর্মসূচীর আলোকে সবার জন্য একমুখী প্রাথমিক শিক্ষার রাষ্ট্রীয় খাতকে সংকুচিত ও অকার্যকর করেছে তার প্রধান বক্তব্য ছিল শিক্ষা সকলের অধিকার এবং তাই একে সকলের কাছে পৌছানোর জন্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বেশরকারি প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তি দরকার। কিন্তু কার্যত এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় বহুধারার জন্ম হয়েছে যা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেকে বৈষম্যমূলক করে তুলেছে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা একদিকে একটি কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে অন্যদিকে পন্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি শিক্ষাকে দারিদ্র দূরিকরণের বদলে দারিদ্র পূনউৎপাদনের হাতিয়ারে পরিণত করেছে যা পি আর এস পি এবং এম ডি জি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রধান অন্তরায়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় সংকট। এই সংকট থেকে উল্টরনের জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রুহণ করা যেতে পারে তা হল-

- প্রাথমিক শিক্ষাখাতকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয়করণ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমানে সক্রিয় একাধিক ধারার পরিবর্তে সবার জন্য এরকমুখী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নীতি ও কমূসূচী নির্ধারন।
- সেবরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহকে শিক্ষা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচনা না করে শিক্ষা প্রদানে সরকারের সহযোগী সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা।
- দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প সরকারের নেতৃত্বে পরিচালনা করা এবং এতে জাতীয় অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা।

তথ্যসূত্র

১.বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বৈচিত্র,বৈষম্যও সমন্বিত ব্যবস্থার সন্ধানে, ২০০৮, উন্নয়ন অন্বেষণ ।

২.Baseline Report of Second Primary Education Development Programme (PEDP-II), June 2006, Directorate of Primary Education, Ministry of Primary and Mass Education.

৩.Directory of NGOs with Education Programme Bangladesh, 2004CAMPE.

পাঠশালা উন্নয়ন অন্বেষণ এর শিক্ষা বিভাগের একটি নিয়মিত প্রকাশনা । পাঠশালা শিক্ষা বিষয়ক বিশ্লেষণ, তর্ক, আলোচনা, সমালোচন কে এগিয়ে নিতে চায় যা বিদ্যমান নব্যউদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে ও এর সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করতে সাহায্য করবে এবং এ থেকে উত্তরণের দিকনির্দেশনা হাজির করবে।

যোগাযোগ

সরোয়ার বাশার

প্রজেক্ট এসোসিয়েট (শিক্ষা)

উন্নয়ন অন্বেষণ

ই-মেইল- Sarwar.basher@unnayan.org